বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

22

তারিখ 07 AUG 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : সোমবার, ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৯৬ : ৭ই আগস্ট, ১৯৮৯

চাহিদানুগ উচ্চশিক্ষা

উচ্চশিক্ষাকে দেশের চাহিদার উপযোগী করে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভাইস-চ্যান্সেলারদের মাসিক বৈঠক উদ্বোধন করে তিনি শিক্ষারমান উন্নয়নে সরকারের দৃঢ়সংকল্পের কথা ঘোষণা করে সরকারী নীতির সঙ্গে সংগতি রেখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এই লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছেন।

দেশে উচ্চশিক্ষার দ্বার অবারিত না হলেও সুযোগ যে আছে সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ৪টি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও দেশে আছে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। মেডিক্যাল কলেজ আছে বেশ কয়েকটি। এছাড়াও বিভিন্ন কারিগরি ক্ষেত্রেও উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। উপরন্তু প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই বিজ্ঞান পড়ানো হয়। তা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষার এই ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান ছাত্রসংখ্যার জন্য যথেষ্ট নয়। প্রতিবছর অসংখ্য ছাত্রছাত্রী এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

তবে এসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একটি অনুযোগ আছে যে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষারমান উন্নত নয়, কালোপযোগীও নয়। দেশের চাহিদা পূরণ করার উপযুক্ত শিক্ষাদানের সুযোগও সীমিত। দেশের মেডিক্যাল কলেজগুলোর সিলেবাস সম্পর্কে একটা পুরনো নালিশ হল: সেখানে যেসব রোগের চিকিৎসা শেখানো হয় তার অনেকগুলোই এদেশে নেই আবার এদেশে প্রাদুর্ভাব ঘটে এমন অনেক রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে এখানে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া প্রায়ই দেখা যায় যে দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসার জন্য অনেককে বিদেশে যেতে হয়। এর অর্থ তো এই যে আমাদের চিকিৎসা শিক্ষা আধুনিক নয়, কালোপযোগীও নয় দেশের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়।

উচ্চশিক্ষার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এই ধরনের অভিযোগ উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতেই সরকার উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করেছেন এবং দেশের চাহিদা মোকাবিলার উপযুক্ত উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল মহল এ ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবেন এবং সরকারী নীতি বাস্তবায়নে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবেন।